জয় হাতছানি দিলেও ফল নিয়ে ভাবছেন না শান্ত

৩-এর পাতায় দেখুন

দৈনিক নেইবার

আমরা সত্য প্রকাশে বিশ্বাসী

THE DAILY NEIGHBOUR

রাজনৈতিক সমঝোতায় ভেনেজুয়েলায় ১৩১ বন্দির মুক্তি

২-এর পাতায় দেখুন

রেজি ঃ ডিএ-৬১৭৬ ॥ বর্ষ-১১ ॥ সংখ্যা-৪৭ ॥ ঢাকা রবিবার ১৭ আগস্ট ২০২৬ ইং ॥ ১ ভাদ্র ১৪৩৩ বাংলা ॥ ২ রবি:উয়াল ১৪৪৮ ॥ পৃষ্ঠা : ৮ ॥ মূল্য- ৫.০০ টাকা

আজ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের মনোনয়নপত্র বাছাই

স্টাফ রিপোর্টার : রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিএনপি ও সমমনা দলগুলোর প্রার্থী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এবং ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) চেয়ারম্যান অলি আহমদের মনোনয়নপত্র বাছাই হবে রোববার (১৬ আগস্ট)।

শনিবার (১৫ আগস্ট) নির্বাচন কমিশনের (ইসি) কর্মকর্তারা বিষয়টি জানিয়েছেন।

ইসি সচিব আখতার আহমেদ জানান, নির্বাচন ভবনে নির্বাচনী কর্তা (প্রধান নির্বাচন কমিশনার) সকাল ১০টা থেকে মনোনয়নপত্র পরীক্ষা করবেন। এ কার্যক্রম শেষ না হওয়া পর্যন্ত চলবে।

তিনি বলেন, মোট তিনটি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে। ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী অলি আহমদের দুটি এবং বিএনপির প্রার্থী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের একটি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে।

মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের সময় সংসদ সচিবালয় থেকে একজন প্রতিনিধি উপস্থিত থাকবেন।

অলি আহমদের দুটি মনোনয়নপত্রের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'এটা তো আমাদের বিষয় না।

আমরা বাছাই করব। প্রথমটা যদি বাতিল হয়, তখন দ্বিতীয়টা বাছাই করব।'

তফসিল অনুযায়ী, প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ সময় ১৮ আগস্ট

(শেষের পাতায় দেখুন)

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছাত্রদলের ভুয়া কমিটি, রিজভীর সতর্কবার্তা

স্টাফ রিপোর্টার : সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিএনপির অঙ্গ সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ভুয়া কমিটি সংক্রান্ত প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রচারের ঘটনায় সতর্ক করেছে বিএনপি।

দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভীর স্বাক্ষর জাল করে ওই ভুয়া প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

শনিবার (১৫ আগস্ট) এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে রুহুল কবির রিজভী জানান, শুক্রবার (১৪ আগস্ট) কোনো স্বার্থান্বেষী কুচক্রি মহল তার স্বাক্ষর জাল করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি পোস্ট করেছে। সেখানে ছাত্রদলের কমিটি সংক্রান্ত তথ্য প্রচার করা হয়।

তিনি বলেন, ফেসবুকে পোস্ট করা ওই প্রেস বিজ্ঞপ্তিটি সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট ও অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আমার স্বাক্ষরে

(শেষের পাতায় দেখুন)

২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গে ৮ শিশুর মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে ৮ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে আক্রান্ত হয়েছে ৭৯৮টি শিশু।

শনিবার (১৫ আগস্ট) বিকেলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হাম-বিষয়ক হালনাগাদ প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও ৮ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। তবে নিশ্চিতভাবে হামে আক্রান্ত হয়ে কোনো শিশুর মৃত্যু হয়নি।

এ নিয়ে গত ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত সারা দেশে হামের উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু হয়েছে মোট ৮০৩টি শিশুর। আর হামে আক্রান্ত হয়ে আরও ৯৯টি শিশু প্রাণ হারিয়েছে। অর্থাৎ হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে এই সময়ে মোট ৯০২টি শিশু মারা গেছে।

এছাড়া, ২৪ ঘণ্টায় ৭০টি শিশু হামে আক্রান্ত হয়েছে, আর হামের উপসর্গজনিত রোগীর সংখ্যা ৭২৮। এই সময়ে ৭০০টি শিশু নতুন করে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে, আর

(শেষের পাতায় দেখুন)

'খুব শিগগিরই' হরমুজ প্রণালীকে মার্কিন ভূখণ্ড ঘোষণা করা হবে: ট্রাম্প

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, খুব শিগগিরই তিনি হরমুজ প্রণালীকে মার্কিন ভূখণ্ডে পরিণত করবেন।

শুক্রবার (১৪ আগস্ট) নিউইয়র্কের গার্ডেন সিটির পুলিশ একাডেমিতে এক অনুষ্ঠানে ট্রাম্প বলেন, ইরানকে পরাজিত করার পর, খুব খারাপ ভাবে পরাজিত করা হচ্ছে- খুব শিগগিরই হরমুজ প্রণালীকে যুক্তরাষ্ট্রের একটি ভূখণ্ড ঘোষণা করব; এটি সত্যি।

ট্রাম্পের এই হুমকির প্রতিক্রিয়ায় ইরানের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী কাজেম ঘারিবাবাদি বলেছেন, এ ধরনের হুমকিতে ইরান ভীত হবে না এবং কৌশলগত এই জলপথ তাদের নিয়ন্ত্রণে ও কর্তৃত্বে থাকবে।

সূত্র: আল-জাজিরা

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান গতকাল ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ল্যাপটপের বাটন চেপে আইবাস ও ইএফটির মাধ্যমে বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসর ও কল্যাণ সুবিধার অর্থ প্রেরণের উদ্বোধন করেন।

ডেঙ্গুতে দুই জনের মৃত্যু, হাসপাতালে নতুন রোগী ৭৩০

স্টাফ রিপোর্টার : গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে দুইজনের মৃত্যু হয়েছে, একই সময়ে ৭৩০ জন ডেঙ্গুরোগী দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

শনিবার(১৫ আগস্ট) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোলরুম থেকে পাঠানো ডেঙ্গু বিষয়ক এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এতে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রোগীর মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৩৭৪ জন, ময়মনসিংহ বিভাগে ২৭ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৮৯ জন, খুলনা বিভাগে ১২৩ জন, রংপুর বিভাগে ১০ জন, বরিশাল বিভাগে ১০৭ জন রয়েছেন।

চলতি বছরের ১৫ আগস্ট পর্যন্ত সারাদেশে মোট ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে

(শেষের পাতায় দেখুন)

খালেদা জিয়ার ত্যাগ ও প্রেরণা বিএনপিকে পথ দেখায়: মির্জা ফখরুল

স্টাফ রিপোর্টার : রাষ্ট্রপতি পদে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) মনোনীত প্রার্থী এবং দলের সাবেক মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ত্যাগ ও প্রেরণা বিএনপিকে সবসময় পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়।

গতকাল শনিবার রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে 'গণতন্ত্রের মা' সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ৮২তম জন্মদিন উপলক্ষে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি আয়োজিত মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে তিনি এ কথা বলেন।

মির্জা ফখরুল বলেন, 'আজ আমাদের জন্য একটা আনন্দের দিন। এই দিনে সেই নেত্রী জন্ম নিয়েছিলেন যিনি বাংলাদেশের ভাগ্যের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিলেন এবং বাংলাদেশকে বারবার তাঁর নেতৃত্ব ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র ফিরিয়ে এনেছেন। বাংলাদেশকে সমৃদ্ধ করার সংগ্রামে অংশ নিয়েছেন।'

তিনি বলেন, 'দীর্ঘদিনের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিএনপি আজ একটি গণতান্ত্রিক দল হিসেবে যে অবস্থান তৈরি করেছে, আপসহীন নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ত্যাগ ও প্রেরণা সেই পথচলায় সবসময় অনুপ্রেরণা জোগায়।'

বিএনপিকে একটি আধুনিক গণতান্ত্রিক দল হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করে তিনি বলেন, ' আজকের এই দিনে আমরা সবাই এই শপথ নেব, বিএনপিকে আমরা সত্যিকার অর্থেই একটা আধুনিক গণতান্ত্রিক দল হিসেবে গড়ে তুলতে চাই, যা সত্যিকার অর্থেই বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবে।'

তিনি বলেন, 'আজ যখন বিএনপি সরকার গঠন করেছে, প্রতিটি মানুষের আশা, এই সরকার দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার যে নীতি ছিল, তিনি যে 'ভিশন ২০৩০' দিয়েছিলেন, পরবর্তীকালে তাঁরই দলের কর্মসূচি হিসেবে ৩১ দফা, তাকে বাস্তবায়িত করবার জন্য আগামী দিনগুলোতে কাজ করে যাবে। দলকে শক্তিশালী করবে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে অক্ষুণ্ন রাখবে।'

(শেষের পাতায় দেখুন)

ফ্যাসিবাদী সরকারের লুটপাট থেকে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকও রেহাই পাননি: প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, বিগত আওয়ামী লীগ সরকার প্রতিটি খাতেই লুটপাটের ধারা প্রতিষ্ঠা করেছিল। এ থেকে অবসরপ্রাপ্ত বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীরাও রেহাই পাননি। তাদের কল্যাণ ট্রাস্টের টাকা দুর্বল ব্যাংকে স্থানান্তর করে রেখে নিজেদের লোকদের সুবিধা করে দিয়েছিল। এ কারণে ২০২২ সাল থেকে শিক্ষক ও কর্মচারীরা তাদের পাওনা টাকা পাননি। চার বছর পর কোনও রকম ভোগান্তি ছাড়াই আজ ১ লাখ ২৩ হাজার শিক্ষক-কর্মচারীকে অনলাইনের মাধ্যমে টাকা হস্তান্তর করা হয়েছে।

শনিবার (১৫ আগস্ট) দুপুরে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদে কল্যাণ ট্রাস্ট ও অবসর সুবিধার পাওনা টাকা হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় আরও ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলনসহ মন্ত্রিসভার সদস্য, সংসদ সদস্য ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। অনুষ্ঠানে দেশের ৬৪টি জেলা থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকরা।

আয়কর বিবরণী যাচাইয়ে এনবিআরের নতুন নির্দেশনাআয়কর বিবরণী যাচাইয়ে এনবিআরের নতুন নির্দেশনা

প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষকদের যাতে অবসরের পর একেবারে শূন্য

(শেষের পাতায় দেখুন)

৩১ দফা দেয়, ৩২ দফা পর্যন্ত পূরণ করে-এর নাম বিএনপি: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপি প্রতিশ্রুতি দেয়, প্রতিশ্রুতি রাখে। নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করে, বাস্তবায়ন করে। ৩১ দফা দেয়, ৩২ দফা পর্যন্ত পূরণ করেড়এর নাম বিএনপি, বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ।

শনিবার (১৫ আগস্ট) দুপুরে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত দেশব্যাপী ইএফটি ও আইবিএস প্লাস প্লাস এর মাধ্যমে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীদের অবসর সুবিধা ও কল্যাণ ট্রাস্টের অর্থ প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন, উৎপাদনমুখী শিক্ষা ও প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতকে কর্মের হাতে পরিণত করতে জিয়াউর রহমানের উদ্যোগ তুলে ধরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, কারিগরি

শিক্ষাসহ সব উদ্যোগ তার সময় নেওয়া হয়েছে।

খালেদা জিয়া শিক্ষকদের অবসরকালীন ভাতার ব্যবস্থা করেছিলেন উল্লেখ করে সালাহউদ্দিন বলেন, শিক্ষক কল্যাণ ট্রাস্ট তো আছেই, এর বাইরে একেক জন পাঁচ থেকে সাত লাখ

(শেষের পাতায় দেখুন)

১০ লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে প্রবেশের তথ্য ঠিক নয়, বেশিরভাগ বাঙালি: মিয়ানমার

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মিয়ানমারের রাখাইন থেকে বাংলাদেশে প্রায় ১০ লাখ রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের তথ্যকে সঠিক নয় বলে দাবি করেছে দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। বিভিন্ন গণমাধ্যমে এই প্রসঙ্গে প্রতিবেদন প্রকাশের পর শনিবার (১৫ আগস্ট) এক বিবৃতিতে এই দাবি করেছে দেশটি।

এতে বলা হয়, আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম রাখাইন রাজ্য থেকে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি এবং সাগরপথে অন্য দেশে পাড়ি দেওয়া, পাশাপাশি বাংলাদেশের কক্সবাজারের ক্যাম্পে বসবাসকারীদের বিভিন্ন বিবরণ উপস্থাপন করেছে। লক্ষ্য করা গেছে, এই প্রতিবেদন, প্রকাশনা ও সম্প্রচারগুলো একতরফা এবং ভুল তথ্যের ওপর ভিত্তি করে। তাই রাখাইন রাজ্য থেকে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের প্রকৃত হিসাব নিম্নরূপ পরিষ্কার করতে চায় মিয়ানমার।

দেশটি দাবি করেছে, উত্তর রাখাইন রাজ্য থেকে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের বিষয়ে বাস্তবতা ছিল যে, ২০১৬ সালের অক্টোবর ও নভেম্বর এবং ২০১৭ সালের আগস্ট, আরসা সন্ত্রাসী গোষ্ঠী উত্তর রাখাইন রাজ্যের পুলিশ ফাঁড়ি এবং ব্যাটালিয়নে একযোগে এবং সমন্বিত হামলা চালায়। এ ছাড়া সন্ত্রাসী গোষ্ঠীটি সরকারি কর্মচারী ও স্থানীয় লোকজনকে হত্যা করেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে একটি প্রতিরক্ষামূলক প্রতিক্রিয়ায়, তাতমাদাওকে সন্ত্রাসবিরোধী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছিল। আরসা সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর হুমকি ও আক্রমণের ফলে স্থানীয় লোকজন অন্য শহর ও গ্রামে পালিয়ে যায় এবং বিপুল সংখ্যক 'বাঙালি' বাংলাদেশে প্রবেশ করে।

(শেষের পাতায় দেখুন)

গ্যাস সংকট কাটাতে ২ বছর সময় লাগবে: বাণিজ্যমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : গ্যাস সংকটের কারণে শিল্পকারখানায় যে দুর্ভোগ তৈরি হয়েছে, তা দীর্ঘদিনের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সমস্যা বলে মন্তব্য করেছেন বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির। তিনি বলেন, 'দেশের চলমান গ্যাস সংকট থেকে স্থায়ীভাবে বের হতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তুলতে দুই বছর লাগতে পারে। এই অবকাঠামো নির্মাণ শেষ হলে আগামী দুই বছরের মধ্যে পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।'

শনিবার (১৫ আগস্ট) দুপুরে সিলেটে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জেলা পর্যায়ের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বিগত বছরের বাস্তবায়ন মূল্যায়ন বিষয়ক কর্মশালা শেষে সাংবাদিকদের এসব কথ বলেন তিনি।

বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, 'দীর্ঘদিনের এই সংকট কাটাতে প্রয়োজন গ্যাস আমদানি ও সরবরাহ অবকাঠামোর সক্ষমতা বাড়ানো। এজন্য এলএনজি আমদানির পরিমাণ বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।'

(শেষের পাতায় দেখুন)

দুর্ঘটনাকবলিত জাহাজে ছিল অতিরিক্ত হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস

স্টাফ রিপোর্টার : সীতাকুণ্ডের ভাটিয়ারীতে ফেরদৌস শিপ রিসাইক্লিং ইয়ার্ডে দুর্ঘটনাকবলিত জাহাজে স্বাভাবিক মাত্রার তুলনায় অতিরিক্ত হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাসের উপস্থিতি পেয়েছে বিস্ফোরক অধিদপ্তর। আর এ কারণেই বিষাক্ত গ্যাসে ৯ শ্রমিকের মৃত্যু হয়।

শনিবার (১৫ আগস্ট) সকালে দুর্ঘটনাকবলিত শিপ ইয়ার্ড পরিদর্শন শেষে এ তথ্য জানিয়েছেন শিল্প সচিব

(শেষের পাতায় দেখুন)

১৮ বছরের জঞ্জাল ৫ মাসে পরিষ্কার সম্ভব নয়: মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : ১৮ বছরের জঞ্জাল পাঁচ মাসে তো নয়ই, ১৮ মাসেও পুরোপুরি পরিষ্কার করা সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করেছেন মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী অ্যাডভোকেট আহমেদ আযম খান।

তিনি বলেন, দীর্ঘ সময় ধরে জমে থাকা সংকট সমাধানে সরকারকে সময় দিতে হবে। একই সঙ্গে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের নতুন করে স্বীকৃতি দেওয়া এবং প্রকৃত জুলাই যোদ্ধাদের গেজেটভুক্ত করার সুযোগ দেওয়া হবে।

শনিবার (১৫ আগস্ট) জাতীয় প্রেসক্লাবে বেগম খালেদা জিয়া স্মৃতি ফাউন্ডেশন আয়োজিত বিএনপির প্রয়াত চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ৮২তম জন্মদিন উপলক্ষে দোয়া ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আহমেদ আযম বলেন, এই দেশটাকে নিয়ে অনেক ছিনিমিনি খেলা হয়েছে। গণতন্ত্র, অর্থনীতি ও সার্বভৌমত্ব নিয়ে বারবার ছিনিমিনি খেলা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশকে নিয়ে আর ছিনিমিনি খেলার সুযোগ দেওয়া হবে না।

(শেষের পাতায় দেখুন)

দেশমাতার জন্মদিনে শিক্ষকদের অশ্রু মুছতে যাচ্ছি: শিক্ষামন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন বলেছেন, আজকের দিনে আমাদের দেশমাতা বেগম খালেদা জিয়া জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আর এই দিনে আমরা প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে শিক্ষকদের অশ্রু মুছতে যাচ্ছি। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ২ হাজার ১০০ কোটি টাকা দিয়ে দেশের ৭০ হাজারের বেশি শিক্ষককে অবসর সুবিধা ও কল্যাণ ভাতা দেওয়া হচ্ছে। আজকের দিনটি জাতির ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকবে। শনিবার (১৫ আগস্ট) রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসর ও কল্যাণ ট্রাস্টের সুবিধা প্রদানের অর্থ বিতরণের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন শিক্ষামন্ত্রী। এহছানুল হক মিলন বলেন, আজ সারা দেশে ৭০ হাজার ১৯ জন শিক্ষককে তাদের অবসর ভাতা এবং ৫৩ হাজার শিক্ষককে কল্যাণ ভাতা দেওয়া হচ্ছে। তাই জাতির ইতিহাসে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন। ১৮০ দিনের হানিমুন পিরিয়ডের প্রোগ্রামে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে আরও কয়েকটি কাজ আমরা করতে পারিনি।

বাংলাদেশ থেকে ৩ লাখ রোহিঙ্গাকে ফিরিয়ে নেবে মিয়ানমার

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : বাংলাদেশে শরণার্থী শিবিরে বসবাসকারী তিন লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা পশ্চিমাঞ্চলীয় রাখাইন রাজ্যের প্রাক্তন বাসিন্দা। নিরাপত্তা পরিস্থিতির উন্নতি হলে তাদের প্রত্যাবর্তন গ্রহণ করা হবে। শনিবার মিয়ানমারের সামরিক সমর্থিত সরকার এ ঘোষণা দিয়েছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এই বিবৃতিটি এমন এক সময়ে এসেছে যখন রোহিঙ্গা শরণার্থী সংকট নবম বছরে পদার্পণ করেছে। ২০১৭ সালের আগস্টে রাখাইনে একটি রোহিঙ্গা বিদ্রোহী গোষ্ঠীর প্রহরা চৌকিতে হামলার পর সামরিক বাহিনী মিয়ানমার থেকে দমন অভিযান শুরু করে। এই অভিযানের ফলে সাত লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়। মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর পূর্ববর্তী সহিংসতা ও বিভিন্ন ঘটনার পর সেখানে কয়েক দশক ধরে বসবাসকারী আরও কয়েক লাখ মানুষের সাথে তারা যোগ দেয়। অভিযানের মাত্রা, সংগঠন এবং নৃশংসতার কারণে জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় মিয়ানমার সরকারের বিরুদ্ধে জাতিগত নির্মূল ও গণহত্যার অভিযোগ এনেছে।

মিয়ানমার জানিয়েছে, তারা জুলাইয়ের শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের দেওয়া তালিকায় আট লাখ ২৮ হাজার ৮২৪ জন শরণার্থীর মধ্যে চার লাখ ২৬ হাজার ৫৪৫ জনকে যাচাই করেছে। তারা নির্ধারণ করেছে যে যাচাইকৃতদের মধ্যে

(শেষের পাতায় দেখুন)

গ্যাস-বিদ্যুৎ বিল ১২ মাসে কিস্তিতে পরিশোধের দাবি বিকেএমইএ'র

স্টাফ রিপোর্টার : গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংকটের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত কারাখানাগুলোর জুলাই ও আগস্ট মাসের গ্যাস ও বিদ্যুতের বিল এককালীন না নিয়ে আগামী ১২ মাসে কিস্তিতে পরিশোধের সুযোগ চেয়েছে বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিকেএমইএ)।

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদকে এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে সংগঠনটি। গত ৯ আগস্ট মন্ত্রণালয়ে পাঠানো এক চিঠিতে এ অনুরোধ জানানো হয়েছে।

বিকেএমইএ সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম স্বাক্ষরিত চিঠিতে বলা হয়, গত জুলাই ও আগস্ট মাসে গ্যাস ও বিদ্যুতের মারাত্মক সংকটের কারণে দেশের বেশিরভাগ নিট পোশাক কারখানার উৎপাদন কার্যক্রম ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়েছে।

বিশেষ করে খোলা সিলিন্ডার বা ক্যাসকেড সিলিন্ডারের মাধ্যমে শিল্পকারখানায় প্রাকৃতিক গ্যাস

(শেষের পাতায় দেখুন)

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

বিশ্বস্ত ব্যবস্থাপনায় হজ্জ ও ওমরাহ সেবায় আপনার আস্থার ঠিকানা

নেইবার ওভারসীজ লিমিটেড

সরকার অনুমোদিত হজ্জ লাইসেন্স নং- এইচএল-১০৭৭

হজ্জ ২০২৭

নিবন্ধন ফি: ৩০,০০০/-

প্রাক-নিবন্ধন চলছে

পবিত্র হজ্জ পালনের নিয়ত ও স্বপ্ন পূরণ সম্পন্ন করুন আপনার প্রাক-নিবন্ধনের মাধ্যমে।

IATA

HAAB MEMBER

আজই যোগাযোগ করুন ঃ

01819 194022, 01716 366061

Office: Paltan China Town, Suite # 9/8, West Bhaban, Lift #8, Level # 9, 68, Nayapaltan, Dhaka-1000, Bangladesh.

প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট:

* মোবাইল নাম্বার
* এক কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি
* জাতীয় পরিচয়পত্র/স্ক্যান পাসপোর্ট কপি
* নিবন্ধন ফি

দৈনিক নেইবার
আমরা সত্য প্রকাশে বিশ্বাসী
THE DAILY NEIGHBOUR
ঢাকা রবিবার ১৬ আগস্ট ২০২৬ ইং ॥ ১ ভদ্র ১৪৩৩ বাংলা

Neighbour Development Foundation
NDF
(Reg. S-9479/09)
Public Media & Human Rights Organization

আলহাজ্ব কাজী আমেনা আকবর ফাউন্ডেশন
AL-HAJ KAZI AMENA AKBAR FOUNDATION
Public Media & Human Rights Organization

অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় মূল্যবোধসম্পন্ন সংস্কৃতি চর্চাকে লালন ও পরিচর্যা করতে হবে: তথ্যমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও ধর্মীয় মূল্যবোধসম্পন্ন সংস্কৃতি চর্চাকে লালন ও পরিচর্যা করতে সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন। গতকাল (শুক্রবার) সন্ধ্যায় জাতীয় প্রেসক্লাব আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য 'কাওয়ালী সন্ধ্যা' অনুষ্ঠানে তিনি এ আহ্বান জানান। তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'এ ধরনের বৈচিত্র্যপূর্ণ বিনোদনমূলক আয়োজনের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয় যে, আমাদের দেশের সংস্কৃতিতে ধর্মীয় মূল্যবোধের বিরাট প্রভাব রয়েছে। আবার এটিও প্রমাণিত হয় যে, ধর্ম নিয়ে যারা বাড়াবাড়ি করে এবং মানুষের দৈনন্দিন জীবন থেকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখে, কাওয়ালীর মতো সুফি ধারার সংস্কৃতি চর্চা তাদের মানসিকতা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।' উপমহাদেশে ইসলামের মতো শান্তির ধর্ম প্রচারে কাওয়ালী ও সুফি সংস্কৃতি একটি অন্যতম প্রধান মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। মন্ত্রী আরও বলেন, 'সর্বশক্তিমান স্রষ্টা কেবল কঠোর বিচারক নন, তিনি তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলেনও। কাওয়ালীর মূল সুরের ভেতরে সেই পরম সত্যই লুকিয়ে থাকে।' জাতীয় প্রেস ক্লাবের উদ্যোগের প্রশংসা করে জহির উদ্দিন স্বপন বলেন, প্রেস ক্লাব কর্তৃপক্ষ শিগগিরই বাউল সংগীত সন্ধ্যারও আয়োজন করতে যাচ্ছে। কাওয়ালী ও বাউল সংগীতের এই সম্মিলনের মাধ্যমে জাতীয় প্রেস ক্লাবের বর্তমান নেতৃত্ব আমাদের দেশের আসল জাতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ধারণ করছে। সরকারের পক্ষ থেকে এ ধরনের অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় মূল্যবোধসম্পন্ন সংস্কৃতি চর্চাকে লালন ও পরিচর্যা করার আহ্বান জানাচ্ছি।

গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও প্রেস ক্লাবের সাথে নিজের দীর্ঘ সম্পর্কের কথা তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন, 'তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে যতদিন আছি, প্রেস ক্লাবের একজন সদস্য হিসেবে আপনাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক থাকবে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং সাংবাদিকদের কল্যাণে আমরা এক হয়ে কাজ করে যাব।'

জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি কবি হাসান হাফিজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যাণমন্ত্রী ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক কামাল উদ্দিন সবুজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ারুল্লাহ চৌধুরী, প্রধান তথ্য কর্মকর্তা সৈয়দ আবদাল আহমেদ, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রচার) মো. শাহ আলম, দৈনিক মানবকন্ঠের সম্পাদক মঈউর রহমান চৌধুরী, সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের (ডিইউজে) সভাপতি শহিদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক খুরশীদ আলম।

বাংলাদেশ-ভারতের সম্পর্ক আরও সমৃদ্ধ হচ্ছে: দীনেশ ত্রিবেদী

স্টাফ রিপোর্টার : দুই দেশের বিদ্যমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে আরও এগিয়ে নেওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী বলেছেন, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্ক ক্রমেই আরও সমৃদ্ধ হচ্ছে।

ভারতের ৮০তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে শনিবার (১৫ আগস্ট) সকালে রাজধানীর বারিধারায় ভারতীয় হাইকমিশনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি দুই দেশের বিদ্যমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে আরও এগিয়ে নেওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

বারিধারায় ভারতীয় হাইকমিশনে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা দিবসের কর্মসূচি শুরু হয়। এর পর জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়।

অনুষ্ঠানে ভারতীয় হাইকমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী, বাংলাদেশে বসবাসরত ভারতীয় নাগরিক এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার আমন্ত্রিত অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন। এ সময় ভারতের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া স্বাধীনতা দিবসের বাণী পাঠ করে শোনানো হয়।

বক্তব্যে হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী বলেন, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য, যোগাযোগ, নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যসেবা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সহযোগিতা অব্যাহত রয়েছে। দুই দেশের জনগণের কল্যাণে এই অংশীদারত্ব আরও সম্প্রসারিত হবে।

আপিল বিভাগে মামলার স্তূপ বিচারপ্রার্থীদের দুর্ভোগ বাড়ছে

স্টাফ রিপোর্টার : আপিল বিভাগে মামলার স্তূপে বিচারপ্রার্থীদের দুর্ভোগ বাড়ছে। মূলত বিচারপতির সঙ্কটে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে মাত্র ৪ জন বিচারপতি রয়েছে। আর মামলা জমেছে প্রায় ৩৯ হাজার। যদিও সাংবিধানিক বা আইনগতভাবে আপিল বিভাগে কতোজন বিচারপতি দায়িত্ব পালন করবেন সে ব্যাপারে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। ইতিপূর্বে আপিল বিভাগে সর্বোচ্চ ১১ জন বিচারপতির দায়িত্ব পালনের নজির রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে বিচারপতির সঙ্কটে একজন বিচারপতির কাঁধে গড়ে সাড়ে ৯ হাজারেরও বেশি মামলার চাপ পড়েছে। আপিল বিভাগের কার্যক্রম এখন একটি বেঞ্চ দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে। ফলে দীর্ঘসূত্রতায় পড়ছে গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক, ফৌজদারি, দেওয়ানি ও রিভিউ আবেদন নিষ্পত্তি। এমন পরিস্থিতি বাড়ছে বিচারপ্রার্থীদের দুর্ভোগ। উচ্চ আদালত সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়।

সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, আপিল বিভাগে বিগত ২০০৯ সালে ১১ জন বিচারপতি ছিলেন। তখন বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ছিলো ৫ হাজার ২৬০টি। আর ২০১১ সালে ছিলো ১০ জন বিচারপতি আর বিচারাধীন মামলা ছিলো ১২ হাজার ৪৪১টি। ২০১৩ সালে বিচারপতির সংখ্যা ১০ জন থাকলে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা বেড়ে ১৪ হাজার ৩৩৮টিতে দাঁড়ায়। ২০১৭ সালে বিচারপতির সংখ্যা ছিল ৯ আর বিচারাধীন মামলা ছিলো ১৬ হাজার ৫৬৫টি। ২০২২ সালে বিচারপতির সংখ্যা ছিল ৯ জন আর বিচারাধীন মামলার সংখ্যা বেড়ে ১৯ হাজার ৯২৮টিতে দাঁড়ায়। আর ২০২৪ সালে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৩১ হাজার ১২০টিতে দাঁড়িয়েছে। এখন ওই সংখ্যা ৩৮ হাজার ছাড়িয়ে গেছে।

সূত্র জানায়, আপিল বিভাগে বিচারপতির কোনো সংখ্যা সংবিধানে নির্ধারণ করা হয়নি। বিগত ২০০৯ সালে আপিল বিভাগে সর্বোচ্চ ১১ জন বিচারপতি দায়িত্ব পালন করেন। আর বিগত ২০২২ সালে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি আপিল বিভাগের ৮ জন বিচারক নিয়েই তিনটি বেঞ্চ পুনর্গঠন করে পরিচালনা করেছিলেন বিচারকাজ। তখন মামলা নিষ্পত্তিতে গতি পেয়েছিল। চলতি বছরের মার্চ পর্যন্ত আপিল বিভাগে প্রায় ৩৯ হাজার মামলা বিচারাধীন ছিলো। তার মধ্যে ফৌজদারি মামলা ১৭ হাজার ৬১টি এবং দেওয়ানি মামলা ২১ হাজার ৬৫২টি।

ইতিমধ্যে মামলার সংখ্যা আরো বাড়লেও বর্তমানে আপিল বিভাগে মাত্র ৪ জন বিচারপতি দায়িত্ব পালন করছে। ফলে একজন বিচারপতির ওপর চেপেছে গড়ে প্রায় ৯ হাজার ৬৭৮টি মামলা। ৬৭ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ায় সংবিধান অনুযায়ী গত ১৫ জুলাই আপিল বিভাগের এক জ্যেষ্ঠ বিচারপতি অবসরে গেছেন। তার আগে ২৮ ফেব্রুয়ারি আরো একজন অবসরে যান। যদিও ২০২৫ সালে দুজন বিচারপতিকে আপিল বিভাগে নিয়োগ দেয়া হয়।

এদিকে আইনজীবীদের পক্ষ থেকে আপিল বিভাগের বিচারক সংখ্যা বাড়ানো এবং বিশেষায়িত বেঞ্চ গঠনের দাবি জানিয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে আইন মন্ত্রণালয়ের সচিবের মাধ্যমে চিঠি পাঠানো হয়েছে। আইনজীবীদের মতে, আপিল বিভাগে একটি মাত্র বেঞ্চ থাকায় গুরুত্বপূর্ণ মামলা দ্রুত শুনানির সুযোগ সীমিত হয়ে পড়েছে। মামলাজট কমাতে দ্রুত আপিল বিভাগে বিচারপতি নিয়োগ জরুরি। কারণ দীর্ঘদিন ধরে আপিল বিভাগে একটি বেঞ্চ বসছে। অথচ আগে তিনটি বেঞ্চে বিচারকাজ পরিচালিত হতো। বর্তমান পরিস্থিতিতে বিচারপ্রার্থীদের দুর্ভোগ বাড়ছে এবং চূড়ান্ত বিচার পেতে করতে হচ্ছে দীর্ঘ অপেক্ষা। অন্যদিকে এ প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সম্পাদক মোহাম্মদ আলী জানান, একটি বেঞ্চ দিয়ে বিপুলসংখ্যক মামলা নিষ্পত্তি করা সম্ভব নয়। ফলে বিচারপ্রার্থীদের দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হচ্ছে। আপিল বিভাগে দ্রুত বিচারপতি নিয়োগ দেয়া জরুরি।

জুনে ১ লাখ ১৮ হাজার হিসাব বেড়েছে স্কুল ব্যাংকিংয়ে

স্টাফ রিপোর্টার : বিদ্যালয়গামী শিক্ষার্থীদের ব্যাংক হিসাবের সংখ্যা বেড়ে ৫৪ লাখ ৪৪ হাজার ১৪৭টিতে পৌঁছেছে। একই সময়ে শিক্ষার্থীদের ব্যাংকে সঞ্চয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ১৯১ কোটি ৮ লাখ টাকায়।

এই আমানতের মধ্যে শহরের শিক্ষার্থীদের রয়েছে ১ হাজার ৫০১ কোটি ৭১ লাখ টাকা এবং গ্রামের শিক্ষার্থীদের সঞ্চয় ৬৮৯ কোটি ৩৭ লাখ টাকা। এ তথ্য চলতি বছরের জুন মাস পর্যন্ত সময়ের।

গত মে মাসে শিক্ষার্থীদের হিসাব সংখ্যা ছিল ৫৩ লাখ ২৬ হাজার। অন্যদিকে, জমাকৃত আমানতের পরিমাণ ছিল ২ হাজার ২৮ কোটি টাকা।

এক মাসের ব্যবধানে স্কুল ব্যাংকিংয়ে ১ লাখ ১৮ হাজার হিসাব বেড়েছে এবং আমানত ১৬৩ কোটি টাকা বেড়েছে। স্কুল ব্যাংকিং নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ করা এক প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য জানা গেছে।

প্রাপ্ত তথ্যে আরও দেখা যায়, ব্যাংক হিসাবের সংখ্যা গ্রামে বেশি থাকলেও জমানো আমানতের সিংহভাগ শহরের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে এসেছে। যা মোট আমানতের প্রায় ৬৮ দশমিক ৫ শতাংশ। অন্যদিকে, গ্রামের আমানতের হার ৩১ দশমিক ৫ শতাংশ।

ব্যাংক কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, শিক্ষার্থী ও কিশোর-কিশোরীদের সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে পরিচালিত বিশেষ আর্থিক সেবাই হলো স্কুল ব্যাংকিং।

জুলাই-আগস্টের গ্যাস-বিদ্যুৎ বিল এককালীন পরিশোধে ছাড় চায় বিকেএমইএ

স্টাফ রিপোর্টার : গ্যাস ও বিদ্যুতের তীব্র সংকটে উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় তৈরি পোশাক শিল্পের জুলাই ও আগস্ট মাসের গ্যাস-বিদ্যুৎ বিল এককালীন পরিশোধে ছাড় চেয়েছে বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিকেএমইএ)। সংগঠনটি ওই দুই মাসের বিল আগামী ১২ মাসে সমান কিস্তিতে পরিশোধের সুযোগ দেওয়ার জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছে। এ বিষয়ে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদকে চিঠি দিয়েছেন বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম। গত ৯ আগস্ট দেওয়া চিঠিতে তিনি এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়ার জন্য মন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

নিশ্চয়ই হজ্ব ও ওমরাহ একমাত্র আল্লাহর জন্য (আল-কোরআন)
সেবা এবং বিশ্বস্ততা আমাদের একমাত্র পুঁজি
হজ্ব, ওমরাহ, বিমান টিকেট, ভিসা প্রসেসিং এর জন্য একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
সেবা সমূহঃ
ভিসা প্রসেসিং | হজ্ব ও ওমরাহ ভিসা | ঠিকাদারী ও সরবরাহকারী
বিমান টিকেট | স্টুডেন্ট ভিসা | মানবিক সেবা ও প্রিন্টিং প্রেস
ফ্যামিলি ভিসা | হোটেল বুকিং | বিজ্ঞাপনী সংস্থ্যা ও নিউজ
নেইবার ওভারসীজ লিমিটেড (সরকার অনুমোদিত রিক্রুটিং এজেন্সি, আরএল-১১৬৪)
নেইবার ওভারসীজ লিমিটেড (সরকার অনুমোদিত হজ্জ ও ওমরাহ্ এজেন্সি, এইচএল-১০৭৭)
নেইবার ওভারসীজ লিমিটেড
নেইবার ওভারসীজ লিমিটেড
নেইবার ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন
(গনমাধ্যম ও মানবাধিকার সংস্থা, রেজি নং:এস-৯৪৭৯/০৯)
প্রিন্স মিডিয়া লিমিটেড (প্রিন্টিং প্রেস ও অল মিডিয়া অর্গানাইজেশন)
প্রিন্স ওভারসীজ (সরকার অনুমোদিত রিক্রুটিং এজেন্সি, আরএল-২৯৯৫)
আলহাজ্ব কাজী আমেনা আকবর ফাউন্ডেশন
(এনডিএফ এর একটি সেবা মূলক সহযোগী প্রতিষ্ঠান)
এই নামে ভিসা ওকালা করিবেন
নেইবার ওভারসীজ লিমিটেড
সরকার অনুমোদিত রিক্রুটিং এজেন্ট, লাইসেন্স নং- আরএল-১১৬৪
نيبار أوفرسيس لميتيد
مشاريع سياحية وكالة التوظيف المعتمدة رقم الترخيص آر إل- ١١٦٤
NEIGHBOUR OVERSEAS LTD.
Govt. Approved Recruiting Agent. Licence No. RL-1164
কর্পোরেট অফিসঃ পল্টন চায়না টাউন, সুইট #৯/৮, পশ্চিম ভবন, ৯ম তলা (লিফটের-৮), ৬৮, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ০২-৪৮৩১৮১৬১, ৪৮৩১৮১৬২, ২২২২২৫৯৭৩, ফেক্স: ৮৮-০২-৪৮৩১৮১৬২, মোবাইল: ০১৮১৯-১৯৪০২২, ০১৭১৬-৩৬৬০৬১
E-mail: neighbourbd@gmail.com, neighbourbd@yahoo.com, Website: www.neghbourgroup.com
Biman Approved | IATA | ATAB MEMBER

আজ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের

(প্রথম পাতার পর)

বিকেল ৪টা পর্যন্ত। আগামী ২০ আগস্ট ২৩তম রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ১৯৯১ সালের পর এবারই প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

গত ২৪ জুলাই ২২তম রাষ্ট্রপতি অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করলে গত ৬ আগস্ট শূন্য পদে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন।

ডেঙ্গুতে দুই জনের মৃত্যু

হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ২৩ হাজার ১৭৩ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে দুইজনের মৃত্যু হয়েছে। চলতি বছরে ডেঙ্গুতে মোট ৬৭ জনের মৃত্যু হয়েছে।

চলতি বছরে এ যাবত মোট ২১ হাজার ৪৫৮ জন ডেঙ্গুরোগী হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হয়ে ছাড়পত্র পেয়েছেন। বর্তমানে হাসপাতালে এক হাজার ৬৪৮ জন চিকিৎসাধীন আছেন।

২০২৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছে এক লাখ দুই হাজার ৮৬১ জন এবং ডেঙ্গুতে মোট ৪১৩ জনের মৃত্যু হয়।

২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছে এক লাখ এক হাজার ২১৪ জন এবং ডেঙ্গুতে মোট ৫৭৫ জনের মৃত্যু হয়।

২০২৩ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মোট এক হাজার ৭০৫ জনের মৃত্যু হয়, পাশাপাশি ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন মোট তিন লাখ ২১ হাজার ১৭৯ জন।

খালেদা জিয়ার ত্যাগ

মির্জা ফখরুল বলেন, 'আমরা দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। মহান আল্লাহ্ তাআলার কাছে দোয়া করি, তিনি যেন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে বেহেশত নসিব এবং তাঁর আত্মাকে শান্তি দান করেন। একইসঙ্গে আমরা আমাদের স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের জন্যও দোয়া করি, মহান আল্লাহ্ তাআলা যেন তাঁকে বেহেশত নসিব করেন।

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর সঞ্চালনায় দোয়া ও মিলাদ মাহফিলে বক্তব্য রাখেন, বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, ড. আব্দুল মঈন খান।

মোনাজাত ও দোয়া পরিচালনা করেন জাতীয়তাবাদী ওলামা দলের সদস্যসচিব মাওলানা আবুল হোসেইন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব হাবিব উন নবী খান সোহেল, শহীদউদ্দিন চৌধুরী এ্যানি, সমাজকল্যাণবিষয়ক সহ-সম্পাদক কাজী আবুল বাশার।

৩১ দফা দেয়, ৩২

টাকা অবসর সুবিধা পাবেন। এটা একজন দরিদ্র স্কুলশিক্ষকের জন্য, যিনি গ্রামে বসে আছেন, অনেক বেশি মাইনে রাখে।

তিনি বলেন, বাড়িতে বসে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে আইবিএস প্লাস প্লাসে ডিজিটালাইজড পদ্ধতিতে তার টাকা তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ঢুকছে, এক টাকাও কোথাও উৎকোচ দিতে হবে না।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, অনেকে গতকাল বলেছে, আগামী দুদিন পর সরকারের ১৮০ দিন পূর্ণ হবে, আপনারা কী কী বাস্তবায়ন করেছেন? এগুলো দেখে যান, বাস্তবায়ন করেছি। এটা আমাদের ইশতেহারে ছিল না। এটা ৩২ নম্বর।

বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের স্কুলড্রেস বিতরণ ৩৩ নম্বর বলেও এ সময় উল্লেখ করেন তিনি।

আমি প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা করতে চাই না, জাতি করবে। কিন্তু আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই উল্লেখ করে সালাহউদ্দিন বলেন, আপনি কৃষকদের কাছে কথা রেখেছেন। আপনি দরিদ্র মা-বোনদের ভোলেননি। আপনি ফ্যামিলি কার্ড দিয়েছেন। আমাদের বিরোধীপক্ষ বলেছে, রাখ তোর ফ্যামিলি কার্ড। এখন তারাই প্রতিযোগিতা করছে ফ্যামিলি কার্ড কবে দেবেন!' যোগ করেন তিনি।

আর্থিক সঙ্গতির সঙ্গে সমন্বয় করে আগামী চার-পাঁচ বছরের মধ্যে সব মা-বোনদের কাছে এই কার্ড পৌঁছে দেওয়া হবে বলে জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

তিনি বলেন, তার প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে অর্থনীতিতে গতির সঞ্চার হবে। মানি সার্কুলেশন হবে। বাজারের দ্রব্য সে কিনবে, সেই দ্রব্যের কারণে চেইন ইন্ডাস্ট্রিজগুলো চলবে এবং ওখানেও কর্মসংস্থান হবে। বৃহৎ লোন যারা নেয়, তারা হয়তো তছরুপ করে কিন্তু এই অর্থ দরিদ্র মা-বোনদের কাছে যখন যাবে, সে সেটা খরচ করবে ফ্যামিলির কল্যাণে এবং চেইন ইন্ডাস্ট্রিজগুলো গড়ে উঠবে।

গ্যাস সংকট কাটাতে

প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরিতে দুই বছররেরে মতো সময় লাগবে উল্লেখ করে মুক্তাদির বলেন, 'এই দুই বছর শিল্পখাতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তাই জরুরি ও প্রচলিত ব্যবস্থার বাইরে গিয়ে কোনও সমাধান করা যায় কিনা, তা নিয়েও সরকার কাজ করছে।' মালয়েশিয়া থেকে এলএনজি আনার সম্ভাবনার বিষয়ে জানতে চাইলে মন্ত্রী বলেন, ?'মালয়েশিয়ার ছোট আকারের জাহাজগুলো বর্তমানে অন্যত্র কাজে নিয়োজিত। ফলে সেখান থেকে দ্রুত গ্যাস আনার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা আছে। এরপরও সাময়িকভাবে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি করা যায় কিনা, সে বিষয়ে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সরকার।'

সিলেটে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জেলা পর্যায়ের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বিগত বছরের বাস্তবায়ন মূল্যায়ন বিষয়ক কর্মশালায় কৃষি অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

দুর্ঘটনাকবলিত জাহাজে

গঠন করা হয়েছে। পাশাপাশি চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ৯ সদস্যের তদন্ত কমিটি এবং বিএসবিআর এর পাঁচ সদস্যের আরেকটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তিনি বলেন, দুর্ঘটনার আগে ও পরে কী ঘটেছিল, এর সঙ্গে কারও অবহেলা বা দায়িত্বে গাফিলতি ছিল কি না-তা বিস্তারিতভাবে খতিয়ে দেখতে কমিটিগুলোকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দ্রুত তদন্ত প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে।

তদন্তে কারও অবহেলা বা দায়িত্বে গাফিলতি পাওয়া গেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দুর্ঘটনাকবলিত জাহাজে জমে থাকা বিষাক্ত গ্যাস বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে নিরাপদে অপসারণ করা হবে জানিয়ে আব্দুন নাসের খান বলেন, ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনায় যাতে আর কোনো প্রাণহানি না ঘটে, সে বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হবে।

এদিকে বিস্ফোরক অধিদপ্তরের পরীক্ষার বরাত দিয়ে শিল্প সচিব জানান, জাহাজটিতে স্বাভাবিক মাত্রার তুলনায় অতিরিক্ত হাইড্রোজেন সালফাইডের উপস্থিতি পাওয়া গেছে।

গ্যাস-বিদ্যুৎ বিল ১২ মাসে

সরবরাহ বন্ধ থাকায় অনেক কারখানা স্বাভাবিক উৎপাদন সচল রাখতে পারেনি।

এমন পরিস্থিতিতে উৎপাদন অব্যাহত রাখতে বাধ্য হয়ে কারখানা মালিকদের নগদ অর্থ ব্যয় করে ডিজেল, এলপিজি ও অন্যান্য বিকল্প জ্বালানি সংগ্রহ করতে হয়েছে।

অপ্রত্যাশিতভাবে এ বিকল্প জ্বালানি ব্যবহারের কারণে উৎপাদন ব্যয় ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে, যা পূর্বনির্ধারিত বাজেটের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ফলে অধিকাংশ কারখানা মালিকই বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন।

চিঠিতে আরও বলা হয়, এ সংকটময় অবস্থায় অধিকাংশ শিল্প প্রতিষ্ঠানের পক্ষে জুলাই ও আগস্ট মাসের গ্যাস ও বিদ্যুৎ বিল এককালীন পরিশোধ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে।

তাই দেশের রপ্তানি কার্যক্রম ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ধারা সচল রাখা এবং লাখ লাখ শ্রমিকের কর্মসংস্থান সুরক্ষার স্বার্থে জুলাই ও আগস্ট মাসের বকেয়া গ্যাস ও বিদ্যুৎ বিল পরবর্তী ১২ মাসে সমান কিস্তিতে পরিশোধের অনুমতি দিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোকে নির্দেশনা দিতে জ্বালানিমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেছে বিকেএমইএ।

সংগঠনটি আশা প্রকাশ করে যে, সরকারের এই সহযোগিতা ও বিবেচনা দেশের রপ্তানিমুখী শিল্পখাতকে টিকিয়ে রাখতে এবং জাতীয় অর্থনীতির ধারাবাহিক অগ্রগতি বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে

বিএনপির দপ্তর থেকে প্রেস বিজ্ঞপ্তিটি গণমাধ্যমে পাঠানো হয়নি।

এ নিয়ে দলের সব পর্যায়ের নেতাকর্মীকে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব। একইসঙ্গে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারিত এ ধরনের ভুয়া তথ্যের বিষয়ে সতর্ক থাকার অনুরোধ জানান তিনি।

২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গে

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে ৫৪৯টি শিশু।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য বলছে, ১৫ মার্চ থেকে আজ পর্যন্ত মোট সন্দেহজনক হাম রোগীর সংখ্যা ১ লাখ ৪১ হাজার ৭৭৬, আর নিশ্চিত হাম রোগীর সংখ্যা ১৭ হাজার ৮০০। এর মধ্যে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে মোট ১ লাখ ২৩ হাজার ৪৯৪ রোগী, যাদের মধ্যে ১ লাখ ১৯ হাজার ৮৯ জন ছাড়পত্র পেয়ে ইতোমধ্যে বাড়ি ফিরেছে।

১৮ বছরের জঞ্জাল ৫ মাসে

তিনি বলেন, ১৮ বছরের জঞ্জাল পাঁচ মাসে পরিষ্কার করা সম্ভব নয়। এমনকি ১৮ মাসেও তা পরিষ্কার করা সম্ভব হবে না। এত দীর্ঘ সময়ের সমস্যা সমাধানে আরও সময় প্রয়োজন। সরকার এক মুহূর্তের জন্যও বসে নেই। দেশ পুনর্গঠন ও সংস্কারের কাজ চলছে।

বিরোধী দলের সমালোচনার প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, সরকার দায়িত্ব নেওয়ার মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যে বিরোধী দল সরকারকে ব্যর্থ বলছে। প্রশ্ন হচ্ছে, ১৮ বছরের জঞ্জাল কি পাঁচ মাসে শেষ করা সম্ভব? এটা সম্ভব নয়। দেশের স্বার্থে সরকারকে সহযোগিতা করতে হবে এবং ধৈর্য ধরতে হবে।

মুক্তিযোদ্ধাদের স্বীকৃতির বিষয়ে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী বলেন, গত ১৮ বছরের ফ্যাসিবাদী সময়ে রাজনৈতিক কারণে অনেক প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাকে মুক্তিযোদ্ধার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। দায়িত্ব নেওয়ার পর তিনি এসব বিষয়ে অসংখ্য আবেদন পেয়েছেন। যাচাই-বাছাই করে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের আবারও মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে।

তিনি বলেন, যারা প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা, তারা যাচাই-বাছাইয়ে টিকে যাবেন। তাদের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হবে। ফ্যাসিবাদী শক্তি যাদের বঞ্চিত করেছে, তাদের যথাযথ মূল্যায়ন করা হবে।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আগের সরকার বিদায়ের সময় তড়িঘড়ি করে কিছু জুলাই যোদ্ধাকে গেজেটভুক্ত করে বিষয়টি বন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু দায়িত্ব নেওয়ার পর অনেক জুলাই যোদ্ধা জানিয়েছেন, তারা আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন অথচ গেজেটভুক্ত হননি।

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী বলেন, প্রকৃত জুলাই যোদ্ধাদের গেজেটভুক্তির প্রক্রিয়া আবারও উন্মুক্ত করা হয়েছে। যারা প্রকৃত জুলাই যোদ্ধা, তারা নতুন করে আবেদন করতে পারবেন। যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে তাদের মূল্যায়ন করে গেজেটভুক্ত করার ব্যবস্থা করা হবে।

বাংলাদেশ থেকে ৩

তিন লাখ ৮ হাজার ৭৯৭ জন রাখাইনের প্রাক্তন বাসিন্দা।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ১ লাখ ১৩ হাজার ৫০৭ জনকে যাচাই করা যায়নি এবং ৪ হাজার ২৪১ জনকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত বলে পাওয়া গেছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, রাখাইনে নিরাপত্তা পরিস্থিতি আরো স্থিতিশীল হলে যাচাইকৃত প্রাক্তন বাসিন্দাদের ফিরে পেতে বাংলাদেশের সাথে কাজ চালিয়ে যাবে।

১০ লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে

তাদের দাবি, রেকর্ড অনুসারে, আরসা সন্ত্রাসী হামলার আগে রাখাইন রাজ্যের বুথিডং, মুংডো এবং রাথেডং টাউনশিপে ৭ লাখ ৪০ হাজারেরও বেশি 'বাঙালি' বসবাস করতো। এই ঘটনার পর দুই লাখেরও বেশি 'বাঙালি' এই অঞ্চলে রয়ে যায় এবং ৫ লাখ ৪০ হাজারেরও বেশি বাঙালি বাংলাদেশে পালিয়ে যায়। এসব পরিসংখ্যানের ওপর ভিত্তি করে রাখাইন রাজ্য থেকে যে ১০ লাখেরও বেশি বাস্তুচ্যুত ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে, তা সঠিক নয়।

মিয়ানমার বলছে, বাস্তুচ্যুতদের প্রত্যাবাসনে মিয়ানমার দুই মাসের মধ্যে বাংলাদেশের সঙ্গে তিনটি দ্বিপক্ষীয় চুক্তি সম্পাদন করে। এই চুক্তি অনুসারে, মিয়ানমার তিনটি অনুষ্ঠানে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের গ্রহণ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করেছিল, তবে বাস্তুচ্যুতদের কেউই মিয়ানমারে ফেরেননি।

বাংলাদেশ কর্তৃক প্রদত্ত ৮ লাখ ২৮ হাজার ৮২৪ বাস্তুচ্যুত ব্যক্তির তালিকার মধ্যে, মিয়ানমার ২০২৬ সালের ৩১ জুলাই পর্যন্ত ৪ লাখ ২৬ হাজার ৫৪৫ জনকে যাচাই করেছে। এর মধ্যে ৩ লাখ ৮ হাজার ৭৯৭ জন ব্যক্তি রাখাইন রাজ্যের সাবেক বাসিন্দা বলে প্রমাণিত হয়েছে। যেখানে ৪ হাজার ২৪১ জন ব্যক্তি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত বলে প্রমাণিত হয়েছে। তবে এক লাখ ১৩ হাজার ৫০৭ জনের তথ্য যাচাই করা যায়নি।

ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা

শুধু বিরোধ নিষ্পত্তি বা মধ্যস্থতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় উল্লেখ করে আইনমন্ত্রী বলেন, এর মূল লক্ষ্য প্রত্যেক নাগরিকের মানবাধিকার সংরক্ষণ, সুরক্ষা ও নিশ্চিত করা। গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিরও আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার রয়েছে এবং রাষ্ট্রকে সেই অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

বিচারকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, শুধু আইনের কালো অক্ষরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। মামলার বাস্তবতা, সামাজিক প্রেক্ষাপট ও ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য বিবেচনায় নিয়ে আইনের ব্যাখ্যা করতে হবে। বিচারিক কর্মকর্তাদের সর্বোপরি জনগণের সেবা করতে হবে।

লিগ্যাল এইড কর্মকর্তাদের উৎসাহিত করতে পুরস্কারের উদ্যোগের কথা জানিয়ে মন্ত্রী বাংলাদেশ আইনগত সহায়তা অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে দেশের আটটি বিভাগের প্রতিটি থেকে একজন করে মোট আটজন 'সেরা লিগ্যাল এইড অফিসার' নির্বাচন করে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেন তিনি।

ফ্যাসিবাদী সরকারের লুটপাট

হাতে বিদায় না নিতে হয়, সে লক্ষ্যে ১৯৯১ সালে বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করেন। পরবর্তী সময়ে ২০০১ সালে সরকার গঠন করার পর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে অবসর সুবিধা চালু করেন। আজ তার জন্মদিনে তার তাকে শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করছি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বরাবরই ছিলেন শিক্ষার্থীবান্ধব। তিনি সর্ব প্রথম নারীদের উপবৃত্তি ও বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশেই এই মডেল অনুসরণ করা হচ্ছে।

সম্পাদক ও প্রকাশক : কাজী জহিরুল ইসলাম (বাবুল), নির্বাহী সম্পাদক : কাজী জাহিদুল ইসলাম (প্রিন্স), সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয় : পল্টন চায়না টাউন, স্যুট ৯/৮, লেভেল-৯, পশ্চিম ভবন (৯ম তলা) ৬৮ নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০।
প্রিন্স মিডিয়া লি: কর্তৃক প্রকাশিত এবং শরীয়তপুর প্রিন্টিং প্রেস ২৮/১বি, টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল ঢাকা থেকে মুদ্রিত। মোবাইল-০১৭১৬-৩৬৬০৬১,০২-২২২২২৫৯৭৩ ফ্যাক্স: ০২-৪৮৩১৮১৬২ E-mail : dailyneighbour@gmail.com. www.dailyneighbour.com

ইন্দোনেশিয়ায় ৭.৭ মাত্রার ভূকম্পনে নিহত বেড়ে ৩৮

উপকেন্দ্রের কাছের এলাকাগুলোয় এখনো পৌঁছাতে পারেননি উদ্ধারকর্মীরা।

কয়েকটি প্রদেশে প্রবল কম্পন অনুভূত।

ভূমিকম্পের প্রায় তিন ঘণ্টা পর সুনামি সতর্কতা প্রত্যাহার।

আন্তর্জাতিক ডেস্ক:

ইন্দোনেশিয়ার ফ্লোরেস দ্বীপে শক্তিশালী ভূমিকম্পে ধসে পড়া একটি ভবনের ধ্বংসাবশেষ থেকে হতাহতদের উদ্ধারে কাজ করছেন উদ্ধারকর্মীরা। ১৫ আগস্ট ২০২৬

ইন্দোনেশিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় উপকূলে আজ শনিবার ৭ দশমিক ৭ মাত্রার এক শক্তিশালী ভূমিকম্প এবং তা পরবর্তী একের পর এক পরাঘাতের ঘটনায় অন্তত ৩৮ জন নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন দেশটির কর্মকর্তারা। এদিকে উদ্ধারকর্মীরা উপকেন্দ্রের সবচেয়ে কাছের এলাকাগুলোয় পৌঁছাতে জোর তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছেন। ভোররাতের এই ভূকম্পনের পর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই দ্বীপরাষ্ট্রটির বেশ কিছু এলাকায় ১ মিটারের কম উচ্চতার সুনামি ঢেউ রেকর্ড করা হয়। তবে ভূমিকম্পের প্রায় তিন ঘণ্টা পর সুনামি সতর্কতা তুলে নেওয়া হয়।

দেশটির জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংস্থার প্রধান সুহারিয়ান্তো এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, গতকাল শুক্রবার বেলা ৩টা পর্যন্ত ৩৮ জনের মৃত্যু হয়েছে ও ১৩ জন আহত হয়েছেন। প্রায় ২ হাজার মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ে সরে গেছেন।

এর আগে বন্দর নগরী মাউমেরের উদ্ধার সংস্থার প্রধান ফাতুর রহমান জানান, সেখানে ধসে পড়া ভবনের ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে ২০ জনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে, আহত হয়েছেন ৬ জন এবং ধ্বংসস্তূপে আটকা পড়ে আছেন ২ জন। ইন্দোনেশিয়ার বিশাল দ্বীপপুঞ্জের পূর্বাঞ্চলীয় ফ্লোরেস দ্বীপের সিক্কা রেজেন্সির প্রধান শহর হলো এই মাউমেরে।

সুহারিয়ান্তো জানান, ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন এলাকার বেশ কয়েকটি ভবনে এখনো বাসিন্দারা আটকা পড়ে আছেন এবং ভূমিধসের কারণে কয়েকটি সড়ক বন্ধ হয়ে যাওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

উপকেন্দ্রের সবচেয়ে কাছের অঞ্চল নাগেকেওতে এখনো উদ্ধারকারী দল পৌঁছাতে পারেনি এবং সেখানকার যোগাযোগের ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে বলে নিশ্চিত করেছেন ফাতুর। তিনি জানান, সড়কপথে গাড়িতে করে নাগেকেও যাওয়ার চেষ্টা ভূমিধসের কারণে বাধাগ্রস্ত হওয়ায় আরেকটি দল ফেরিতে করে পৌঁছানোর চেষ্টা করছে।

ইস্ট নুসা টেঙ্গারা প্রদেশের গভর্নর এমানুয়েল মেলকিয়াদেস লাকা লেনা এক সংবাদ সম্মেলনে জানান, ঘুমের মধ্যে ধসে পড়া ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে অন্তত ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। ইস্ট নুসা টেঙ্গারার তালিবুরা গ্রামের ৫১ বছর বয়সী বাসিন্দা নোনা বলেন, ভূমিকম্পটি ছিল প্রচণ্ড শক্তিশালী, ধাক্কাটা এতই তীব্র ছিল যে প্রাণ বাঁচাতে আমরা সবাই দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে আসি। ইন্দোনেশিয়ার ভূপ্রকৃতিবিদ্যা সংস্থা বিএমকেজি জানিয়েছে, ভোর ৪টা ৫৮ মিনিটে ১৫ কিলোমিটার গভীরে প্রথম ভূমিকম্পটি আঘাত হানে এবং পরবর্তী সময় বেশ কয়েকটি পরাঘাত রেকর্ড করা হয়। ইন্দোনেশিয়া প্যাসিফিক রিং অব ফায়ার বা প্রশান্ত মহাসাগরীয় অগ্নিবলয়ে অবস্থিত, যা একটি ভূকম্পন সক্রিয় অঞ্চল। পৃথিবীর ভূত্বকের বিভিন্ন টেকটোনিক প্লেটের মিলনস্থল হওয়ায় এই অঞ্চলে প্রচুর সংখ্যায় ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ঘটে থাকে।

শীর্ষ কলাম

রাজনৈতিক সমঝোতায় ভেনেজুয়েলায় ১৩১ বন্দির মুক্তি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক:

ভেনেজুয়েলায় গত শুক্রবার রাজনৈতিক বন্দি হিসেবে বিবেচিত আরও ১৩১ জনকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। নিকোলাস মাদুরোকে মার্কিন বাহিনী ক্ষমতাচ্যুত করার পর দেশটিতে জাতীয় পুনর্গঠনে বা পুনর্মিলনের লক্ষ্যে যে আলোচনা চলছে, এই বন্দি মুক্তিকে সেই আলোচনায় অগ্রগতির গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত হিসেবে দেখা হচ্ছে। খবর বার্তা সংস্থা এএফপি'র। ভেনেজুয়েলার অন্তর্বর্তী সরকার জানিয়েছে, 'শান্তি ও গণতান্ত্রিক সহাবস্থান কর্মসূচির' আওতায় এসব বন্দিকে কারাগারে না রেখে বিকল্প ব্যবস্থায় থাকার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। রাজধানী কারাকাসের কাছে এল রোদেও-১ কারাগারের বাইরে এএফপির সাংবাদিকরা সাবেক বন্দিদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আবেগঘন পুনর্মিলনের দৃশ্য দেখেছেন। কয়েকজন স্বজন তাদের প্রিয়জনের মুক্তির আশায় মাসের পর মাস কারাগারের বাইরে অবস্থান করছিলেন। রুথ মোলেরোর ছেলে ও ভাগনে শুক্রবার কারাগারে ছিলেন। তিনি জানান, বন্দিদের মুক্তির বিষয়টি তাদের কাছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ছিল। তিনি এএফপিকে বলেন, 'হঠাৎ কারারক্ষীদের বাঁশির শব্দ শুনতে পেলাম। আমরা তখন প্রতিদিনের মতো এখানে বসে গল্প করছিলাম। এরপর দেখলাম, একদল তরুণ কারাগার থেকে বের হয়ে আসছে।' সর্বশেষ মুক্তি পাওয়া বন্দিদের মধ্যে তার পরিবারের সদস্যরা না থাকলেও তিনি বলেন, 'আমি জানি, খুব শিগগিরই তারাও মুক্তি পাবে।' মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও গত শুক্রবারের এই বন্দি মুক্তিকে 'দেশটির পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, গত ৩ জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত ১ হাজার ৪৬ জন ভেনেজুয়েলীয়কে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তির দাবিতে কাজ করা মানবাধিকার সংগঠন ফোরো পেনাল জানিয়েছে, সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে ছয়জন নারী রয়েছেন। তাদের একজনের বিরুদ্ধে মাদুরোকে হত্যার ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগ ছিল।

> ভেনেজুয়েলার অন্তর্বর্তী সরকার জানিয়েছে, 'শান্তি ও গণতান্ত্রিক সহাবস্থান কর্মসূচির' আওতায় এসব বন্দিকে কারাগারে না রেখে বিকল্প ব্যবস্থায় থাকার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

সুদানে আরএসএফের হামলায় নিহত ১৪, অনেকেই আহত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক:

সুদানের উম্ম আরদা শহরে হামলায় অন্তত ১৪ জন নিহত এবং আরও কয়েক ডজন মানুষ আহত হয়েছেন। স্থানীয় একটি বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) এ তথ্য জানিয়েছে। এই হামলার জন্য আধাসামরিক বাহিনী র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (আরএসএফ)-কে দায়ী করেছে সংস্থাটি। খবর বার্তা সংস্থা এএফপি'র। এর আগে গত শুক্রবার আরএসএফ দাবি করেছিল, তারা সংঘাতপ্রবণ কর্ডোফান অঞ্চলের ওই শহরটির নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে। তারা এ ঘটনাকে 'মাঠপর্যায়ের সামরিক অভিযানে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন' হিসেবে বর্ণনা করে। মানবাধিকার সংগঠন ইমার্জেন্সি লইয়ার্স জানিয়েছে, গত শুক্রবার এল ওবেইদের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত উম্ম আরদা এলাকায় আরএসএফ হামলা চালায়। সংগঠনটি বলেছে, হামলায় '১৪ জনের বেশি বেসামরিক মানুষ নিহত এবং কয়েক ডজন আহত' হয়েছেন। একই সঙ্গে ওই এলাকায় বেসামরিক মানুষজনের ব্যাপকভাবে ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনাও ঘটছে। সুদানের সেনাবাহিনীর একজন কর্মকর্তা এএফপিকে বলেন, উম্ম আরদা ও জাবাল আল-হাশাবা এলাকায় আরএসএফের দুটি হামলা প্রতিহত করেছে সেনাবাহিনী। এতে আরএসএফের 'ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে' বলেও দাবি করেন তিনি। তবে এলাকাটিতে প্রবেশ করা কঠিন এবং যোগাযোগব্যবস্থা বিঘ্নিত থাকায় সংঘর্ষের বিস্তারিত তথ্য স্বাধীনভাবে যাচাই করতে পারেনি এএফপি। যুদ্ধে উভয় পক্ষের নৃশংসতার তথ্য নথিবদ্ধ করা ইমার্জেন্সি লইয়ার্স সতর্ক করে বলেছে, অবরোধ ও মৌলিক সেবার ঘাটতিতে আগে থেকেই সংকটে থাকা এলাকাগুলোতে মানবিক বিপর্যয় আরও গভীর হচ্ছে। কয়েকটি এলাকায় মানবিক সহায়তা কার্যক্রমও বন্ধ রয়েছে বলে জানিয়েছে সংগঠনটি। গত শুক্রবার শিশু অধিকার সংস্থা সেভ দ্য চিলড্রেন জানায়, উত্তর কর্ডোফানে চলমান সংঘর্ষ থেকে পালিয়ে প্রায় ৪০ হাজার শিশু এল ওবেইদে আশ্রয়

ইরান যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ২৫ শতাংশ এমকিউ-৯ ড্রোন ধ্বংস হয়েছে

আন্তর্জাতিক ডেস্ক:

পুয়ের্তো রিকোর আগুয়াদিলার রাফায়েল হার্নান্দেজ বিমানবন্দরে অবতরণ করছে মার্কিন সামরিক বাহিনীর এমকিউ-৯ রিপার ড্রোন। ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫, পুয়ের্তো রিকো ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্র তাদের গুরুত্বপূর্ণ দূরপাল্লার গোলাবারুদ এবং আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থার মজুত অনেকটাই হারিয়ে ফেলেছে। গতকাল শুক্রবার প্রকাশিত দ্য ওয়াশিংটন পোস্টে প্রকাশিত এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল আগ্রাসন শুরুর পর শুরু হওয়া যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ১৩০ কোটি ডলারেরও বেশি দামের এমকিউ-৯ রিপার ড্রোনে ক্ষয়ক্ষতি বা ধ্বংস হয়েছে। এই পরিমাণ যুদ্ধপূর্ব অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের মজুত থাকা মোট ড্রোন বহরের প্রায় ২৫ শতাংশ। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং তাঁর সহযোগীরা ইরানের বিমান প্রতিরক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে বলে দাবি করলেও এই প্রতিবেদন স্পষ্ট করে দিয়েছে, কীভাবে ইরানের বিমান প্রতিরক্ষাব্যবস্থা এখনো কার্যকর রয়েছে। গত মে মাসে প্রকাশিত ব্লুমবার্গের একটি প্রতিবেদনে ড্রোন ধ্বংসের পরিমাণ যুদ্ধপূর্ব মজুতের ২০ শতাংশ বলা হয়েছিল। ওয়াশিংটন পোস্টের এই প্রতিবেদনে ধ্বংস হওয়া এমকিউ-৯ রিপার ড্রোনের সংখ্যা তার চেয়ে কিছুটা বেশি দেখানো হয়েছে। এমকিউ-৯ রিপার ড্রোনের মূল্য তার সেন্সর, রাডার এবং যুদ্ধাস্ত্রের কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে তিন কোটি ডলার থেকে পাঁচ কোটি ডলারের মধ্যে হয়ে থাকে। মার্কিন বিমানবাহিনীর তথ্য অনুযায়ী, এই চালকবিহীন আকাশযানটি নজরদারি, পর্যবেক্ষণ এবং লক্ষ্যভিত্তিক নিখুঁত হামলার জন্য উচ্চ উচ্চতার প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করে। এটি হেলফায়ার ক্ষেপণাস্ত্র ও বোমা বহন করতে সক্ষম। ড্রোনটি তুলনামূলকভাবে কম উচ্চতায় এবং ধীরগতিতে ওড়ে, যা এমকিউ-৯ রিপার ড্রোনটিকে ইরানের ইসলামি বিপ্লবী

ইরান যুদ্ধে পাঠানো মার্কিন রণতরির ৫ হাজার সেনা আত্মহত্যার ঝুঁকিতে

'আগামীকাল যেন ঘুম থেকে না উঠি'

আন্তর্জাতিক ডেস্ক:

মধ্যপ্রাচ্যে দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর দায়িত্ব পালন শেষে কবে নাগাদ ফেরা যাবে, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। এমন অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পাঠানো মার্কিন যুদ্ধজাহাজ 'ইউএসএস আব্রাহাম লিংকন'-এর নাবিক ও

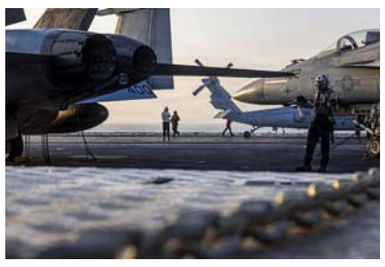

অত্যন্ত কঠিন এক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন এ যুদ্ধজাহাজের নাবিকেরা। মার্কিন পঞ্চম নৌবহরের অধীন ৪০ দিন ইরানের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধাভিযানে অংশ নিতে হয়েছে তাঁদের।

পরিবারের সদস্য ও নাবিকদের অভিযোগ, আব্রাহাম লিংকন যুদ্ধজাহাজে থাকা প্রায় পাঁচ হাজার সেনাসদস্য চরম খাদ্য ও পানির সংকটের মুখোমুখি হয়েছেন।

সেনাদের মানসিক স্বাস্থ্যের চরম অবনতি ঘটেছে। একই সঙ্গে তাঁদের মধ্যে আত্মহত্যার ঝুঁকি তৈরি হওয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে নাবিকদের পরিবার ও সহকর্মীরা। সম্প্রতি এ উদ্বেগের কথা সরাসরি মার্কিন নৌবাহিনীর শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে তুলে ধরেছে ভুক্তভোগী পরিবারগুলো। সান ডিয়েগোতে অনুষ্ঠিত এক উত্তপ্ত টাউন হল সভায় নৌবাহিনীর ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি হাং কাও এবং অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সামনে তাঁরা এ ক্ষোভ উগরে দেন। সভায় উপস্থিত দুই নাবিকের স্ত্রী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। সান ডিয়েগোর ওই সভায় আনুমানিক ২০০ জন উপস্থিত ছিলেন। সেখানে অংশ নেওয়া এক নাবিকের স্ত্রীর ভাষ্য, সভার দিনই তিনি তাঁর স্বামীর কাছ থেকে একটি বার্তা পান। অত্যন্ত আবেগপ্রবণ হয়ে তিনি কর্মকর্তাদের জানান, তাঁর স্বামী তাঁকে লিখেছেন যে 'তিনি আশা করেন আগামীকাল যেন তাঁর আর ঘুম না ভাঙে।' ওই নারী আরও জানান, সভায় উপস্থিত নৌবাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এই সুনির্দিষ্ট বা আবেগঘন বক্তব্যের কোনো সরাসরি জবাব দেননি। তবে জাহাজে থাকা নাবিকদের জন্য মানসিক স্বাস্থ্যকর্মী, চ্যাপলিন (ধর্মীয় শিক্ষক) এবং চিকিৎসকদের পর্যাপ্ত সুবিধা রয়েছে বলে আশ্বস্ত করেন তাঁরা। একই সঙ্গে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে যুদ্ধজাহাজটিতে আরও বেশি মানসিক স্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞ পাঠানোর কাজ চলছে বলে জানান নৌবাহিনীর সেই কর্মকর্তারা। গত সপ্তাহের সভায় যে উদ্বেগের কথা উঠে এসেছে, তার সঙ্গে সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোয় নাবিক ও তাঁদের পরিবারের পক্ষ থেকে স্বাধীনভাবে সামরিক সংবাদমাধ্যম 'স্টারস অ্যান্ড স্ট্রাইপস'-এর কাছে ব্যক্ত করা মতামতের হুবহু মিল রয়েছে। বর্তমানে কর্মরত নাবিক ও তাঁদের পরিবারের সাক্ষাৎকার এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ক্রু সদস্যদের ডজনখানেক মন্তব্য ও পোস্ট থেকে এ সংকটের গভীরতা স্পষ্ট। তাঁদের বিবরণ অনুযায়ী, চরম ক্লান্তি ও মনোবল ভেঙে পড়ায় নাবিকেরা প্রতিনিয়ত লড়াই করছেন। এর মধ্যে আত্মহত্যার চিন্তার মতো গুরুতর বিষয় যেমন রয়েছে, তেমনি অন্তত একজন ক্রু সদস্যকে জাহাজ থেকে সাগরে ঝাঁপ

একই ফ্লাইট নম্বরে আকাশে দুই উড়োজাহাজ, ভয়াবহ দুর্ঘটনা থেকে অল্পের জন্য রক্ষা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক:

যুক্তরাষ্ট্রের ফিনিক্সে একই ফ্লাইট নম্বর নিয়ে আকাশে থাকা দুটি আমেরিকান এয়ারলাইনসের উড়োজাহাজ অল্পের জন্য সংঘর্ষ এড়িয়েছে। সময়মতো বিষয়টি শনাক্ত করে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ায় সম্ভাব্য ভয়াবহ দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পান দুই বিমানের যাত্রীরা। ঘটনাটি ঘটে শুক্রবার মধ্যরাতের কিছু পর ফিনিক্স স্কাই হারবার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের আকাশসীমায়। একই সময়ে দুটি উড়োজাহাজ আমেরিকান এয়ারলাইনস ফ্লাইট ২৪৮২ হিসেবে পরিচালিত হচ্ছিল। একটি বিমান শিকাগো থেকে ফিনিক্সে অবতরণ করছিল, অন্যটি ফিনিক্স থেকে শিকাগোর উদ্দেশে উড্ডয়ন করেছিল। সাধারণত শিকাগো-ফিনিক্স রুটে একই ফ্লাইট নম্বরের যাওয়া ও ফেরার ফ্লাইট ভিন্ন সময়ে পরিচালিত হয়। কিন্তু আবহাওয়ার কারণে শিকাগো থেকে আসা ফ্লাইটটি বিলম্বিত হওয়ায় দুই বিমান একই সময়ে আকাশে চলে আসে। ফিনিক্স থেকে শিকাগোগামী আরেকটি বিমান নির্ধারিত সময়েই উড্ডয়ন করেছিল। ফলে অল্প সময়ের জন্য দুটি বিমান একই আকাশসীমায় চলে আসে। বিষয়টি বুঝতে পেরে ফিনিক্সের এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার দ্রুত দুই বিমানকে আলাদা করে শনাক্ত করার ব্যবস্থা করেন। রেডিও যোগাযোগে তিনি একটি বিমানকে 'অ্যামেরিকনা ২৪৮২ অন দ্য অ্যারাইভাল' এবং অন্যটিকে 'আমেরিকান ২৪৮২ অন দ্য ডিপার্চার' বলে নির্দেশ দিতে শুরু করেন। এতে পাইলটরা বুঝতে পারেন কোন নির্দেশ কোন বিমানের জন্য দেওয়া হচ্ছে। নিয়ন্ত্রক অবতরণরত বিমানটিকে উড্ডয়নরত বিমানের ওপর নিরাপদ উচ্চতায় রাখেন। একইসঙ্গে ফিনিক্স থেকে ছেড়ে যাওয়া বিমানটিকে বেশি ওপরে না ওঠার নির্দেশ দেন, যাতে দুই বিমানের মধ্যে প্রয়োজনীয় উল্লম্ব দূরত্ব বজায় থাকে। পাইলটদের একে অপরের বিমান দেখার সুযোগও করে দেওয়া হয়। ফ্লাইট দুটি নিরাপদে একে অপরকে অতিক্রম করার পর অবতরণরত বিমানের পাইলট এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারকে তার দক্ষতার জন্য প্রশংসা করেন। জবাবে নিয়ন্ত্রক বলেন, পরিস্থিতি ভয়াবহ হতে পারতো, তবে শেষ পর্যন্ত সবকিছু ঠিকঠাক হয়েছে। প্রায় ২৫ বছরের অভিজ্ঞ ওই এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার জানান, একই কলসাইন নিয়ে দুটি বিমানকে প্রায় একই জায়গায় আসতে দেখার ঘটনা তিনি আগে কখনও দেখেননি। এ ধরনের ভুল অত্যন্ত বিরল বলেও জানিয়েছেন বিমান চলাচল বিশেষজ্ঞরা। বিমান চলাচল নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ স্টিভ অ্যারোইর মতে, সম্ভবত এয়ারলাইনটির ডিসপ্যাচ সেন্টারে কেউ খেয়াল করেননি যে দুটি একই ফ্লাইট নম্বরের বিমান একই সময়ে আকাশে থাকবে। তিনি বলেন, এমন ভুল হওয়া উচিত নয়। তবে এ ঘটনায় এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল ব্যবস্থা ও সংশ্লিষ্টদের দ্রুত পদক্ষেপ পরিস্থিতি সামাল দিতে সক্ষম হয়েছে।

আক্রমণ ও নির্যাতনের শিকার অসহায় মায়েরা কিয়েভের আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিচ্ছেন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক:

ছেলের নাম উল্লেখ করতেই ওলেনার নীল চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। হিংস্র প্রাক্তন স্বামীর হাত থেকে নিরাপদ আশ্রয় পাওয়ার পর তার মুখে ফিরে এসেছে হারিয়ে যাওয়া সেই হাসি। খবর বার্তা সংস্থা এএফপি'র। ওলেনা ও তার ছোট ছেলে এখন ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভের একটি আশ্রয়কেন্দ্রে বসবাস করছে। রাশিয়া ২০২২ সালে ইউক্রেনে আগ্রাসন শুরুর পর থেকে পরিচয় গোপন রাখা এই অ্যাপার্টমেন্ট ভবনটি শুধু পারিবারিক সহিংসতার শিকার নারীদেরই নয়, পূর্ব ইউক্রেনের যুদ্ধকবলিত এলাকা থেকে ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে আসা মা ও শিশুদেরও আশ্রয় দিয়ে আসছে। ওলেনা অবশ্য তার আসল নাম নয়। যুদ্ধ শুরুর পর তিনি চাকরি হারিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের একটি দেশে চলে গিয়েছিলেন। সেখানে এক ব্যক্তির সঙ্গে তার পরিচয় হয়। কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি অন্তঃসত্ত্বা হন, বিয়ে করেন এবং পরে স্বামীর মারধরের শিকার হয়ে শরীরের আঘাতের দাগ

স্পোর্টস

আর্তেতার ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা নেই

স্পোর্টস ডেস্ক:

আর্সেনালের সঙ্গে মিকেল আর্তেতার চুক্তির মেয়াদ শেষের পথে হলেও ক্লাব ছাড়ার কোনো ইচ্ছা নেই বলে জানিয়েছেন স্প্যানিশ এই কোচ। শুক্রবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ৪৪ বছর বয়সী আর্তেতা বলেছেন, তিনি আর্সেনালে ভালো আছেন এবং এখানেই থাকতে চান। নতুন চুক্তি নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে তাড়াহুড়ো নেই বলেও জানিয়েছেন তিনি। আর্সেনালের সঙ্গে আর্তেতার বর্তমান চুক্তির মেয়াদ ২০২৬-২৭ মৌসুমের শেষ পর্যন্ত। অর্থাৎ আগামী মৌসুম শেষেই তার বর্তমান চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে। এ অবস্থায় তার ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা শুরু হলেও বিষয়টি নিয়ে সমর্থকদের উদ্বিগ্ন না হওয়ার বার্তা দিয়েছেন তিনি। চুক্তি নবায়নের প্রক্রিয়া আগেই সম্পন্ন হতে পারে বলে ধারণা করা হলেও গ্রীষ্মের দলবদলে বেশি

বাংলাদেশের ইতিহাস গড়ার হাতছানি

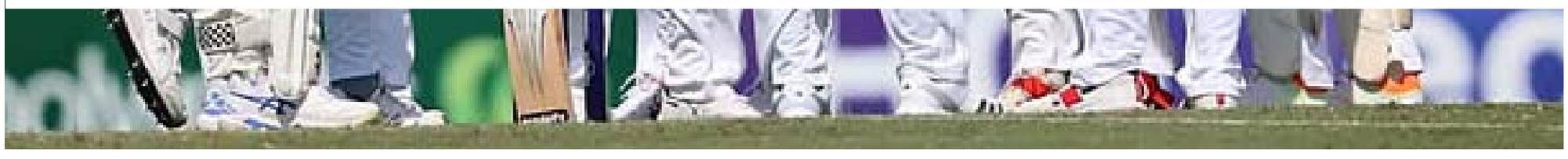

স্পোর্টস ডেস্ক:

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ইতিহাস গড়ার হাতছানি এখন বাংলাদেশের সামনে। ডারউইন টেস্টের তৃতীয় দিন শেষে স্বাগতিক অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংসে ৪ উইকেটে ১৬১ রান করেছে। ইনিংস পরাজয় এড়াতেই তাদের প্রয়োজন আরও ৬৭ রান, হাতে আছে ৬ উইকেট। বাংলাদেশের বড় লিডের পর অস্ট্রেলিয়ার সামনে এখন ম্যাচ বাঁচানোর কঠিন লড়াই। এর আগে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস ১৯৮ রানে গুটিয়ে যাওয়ার পর বাংলাদেশ প্রথম ইনিংসে করে ৪২৬ রান। ফলে সফরকারীরা লিড পায় ২২৮ রানের।

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে প্রথম ইনিংসে এত বড় ঘাটতি পুষিয়ে এর আগে কোনো টেস্ট জেতেনি স্বাগতিকেরা। ডারউইনে তাই শুধু ম্যাচ নয়, নিজেদের টেস্ট ইতিহাসেরও একটি রেকর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে অস্ট্রেলিয়া। বাংলাদেশের প্রথম ইনিংসের বড় কৃতিত্ব অবশ্যই লোয়ার অর্ডারের ব্যাটিংয়ের। তৃতীয় দিনের শুরুতে ৬ উইকেটে ৩৫১ রান নিয়ে ব্যাটিংয়ে নামে বাংলাদেশ। আগের দিন অপরাজিত থাকা হাসান মাহমুদ দিনের চতুর্থ ওভারে জশ হ্যাজেলউডের বলে এলবিডব্লিউ হয়ে ফেরেন ১৪ রানে। রানসংখ্যা কম হলেও ৯২ বল খেলে ১৬৩ মিনিট ক্রিজে থেকে তাঁর ইনিংসটি দলের জন্য ছিল অত্যন্ত মূল্যবান। হাসানের বিদায়ে মেহেদী হাসান মিরাজের সঙ্গে সপ্তম উইকেটের জুটি থামে ৪৬ রানে। এরপর তাইজুল ইসলাম ২৩ বলে করেন ১৭ রান। তাঁর ইনিংসে ছিল একটি ছক্কা। অষ্টম উইকেটে মিরাজ ও তাইজুল যোগ করেন ১৮ রান। এরপর তাসকিন আহমেদকে নিয়ে মিরাজ আরও ৪ রান যোগ করেন। অস্ট্রেলিয়ার বোলারদের হতাশ করে লোয়ার অর্ডারের ব্যাটসম্যানদের সঙ্গে স্ট্রাইক বদলে দারুণ বুদ্ধিদীপ্ত ব্যাটিং করেন মিরাজ।

অস্ট্রেলিয়া বাউন্সার দিয়ে চাপ তৈরির চেষ্টা করলেও তা খুব একটা কাজে আসেনি। বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের কয়েকটি ক্যাচও হাতছাড়া করে অস্ট্রেলিয়া। তাসকিনের সহজ ক্যাচ ছাড়েন স্টিভেন স্মিথ, মিরাজের কঠিন ক্যাচ নিতে পারেননি ট্রাভিস হেড। শেষ পর্যন্ত ১৫৪ বলে ৬৫ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেন মিরাজ। লাঞ্চের আগে শেষ বলে ছক্কা মেরে তিনি বাংলাদেশের দাপটেরই ইঙ্গিত দেন। লাঞ্চের পর প্রথম ওভারেই মিরাজকে ফিরিয়ে দেন হ্যাজেলউড। তাঁর ৬৫ রানের ইনিংস শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার নবম বোলার হিসেবে টেস্টে ৩০০ উইকেটের মাইলফলক স্পর্শ করেন এই পেসার। ১৩ মাস পর টেস্টে ফিরে এক ইনিংসে তিনি নেন ৬ উইকেট। শেষ দিকে ইবাদত হোসেন চৌধুরী নাথান লায়নকে বিশাল ছক্কা হাঁকান। তাসকিন ও ইবাদতের শেষ উইকেট জুটিতে আসে ৮ রান। এরপর হ্যাজেলউড ইবাদতকে ফিরিয়ে বাংলাদেশের ইনিংস শেষ করেন ৪২৬ রানে। এই ইনিংসে বাংলাদেশের হয়ে তানজিদ হাসান তামিমের সেঞ্চুরি, নাজমুল হোসেন শান্তর অর্ধশতক এবং মিরাজের ৬৫ রান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অস্ট্রেলিয়ার বোলারদের মধ্যে হ্যাজেলউড ৬ উইকেট নেন। তাঁর এই মাইলফলকের মধ্য দিয়ে অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট একাদশে ৩০০ বা তার বেশি টেস্ট উইকেট নেওয়া বোলারের সংখ্যা দাঁড়ায় চারজনে। বিশাল লিড নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে নামা অস্ট্রেলিয়ার শুরুটা অবশ্য একেবারেই স্বস্তির ছিল না। ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারেই জেক ওয়েদারাল্ডকে বোল্ড করেন হাসান মাহমুদ। রানের খাতা খোলার আগেই ফেরেন অস্ট্রেলিয়ার ওপেনার। এরপর হাসানের শিকার হন ট্রাভিস হেড। কাট করতে গিয়ে শরীরের কাছাকাছি থাকা বলে ব্যাটের সংযোগ ঘটিয়ে নিজের স্টাম্প ভেঙে ফেলেন তিনি। ফলে মাত্র ৩৭ রানের মধ্যেই দুই ওপেনারকে হারায় অস্ট্রেলিয়া। এই ধাক্কা সামলে তৃতীয় উইকেটে ৩৬ রানের জুটি গড়েন মার্নাস লাবুশেন ও স্টিভেন স্মিথ। লাবুশেনকে দেখে তখন বেশ স্বচ্ছন্দই মনে হচ্ছিল। স্মিথও ভালো ছন্দে ছিলেন। কিন্তু সেই জুটি ভেঙে দেন তাইজুল ইসলাম। ৫৯ বলে ৩১ রান করা লাবুশেনকে বোল্ড করেন তিনি। এরপর স্মিথ ও ক্যামেরন গ্রিন মিলে প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করেন। তবে সেই জুটিও বেশিক্ষণ টেকেনি। মেহেদী হাসান মিরাজের বলে ফিরতি ক্যাচ দিয়ে ফেরেন স্মিথ। ৮৮ বলে তাঁর ব্যাট থেকে আসে ৪৪ রান। অস্ট্রেলিয়া ১২২ রানে চতুর্থ উইকেট হারায়। তখন ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ আরও স্পষ্টভাবে বাংলাদেশের দিকে ঝুঁকে পড়ে। তবে এরপর আর কোনো উইকেট হারাতে হয়নি অস্ট্রেলিয়াকে। ক্যামেরন গ্রিন ও অ্যালেক্স ক্যারি সতর্ক ব্যাটিংয়ে দিন শেষ করেন। গ্রিন ৪৩ এবং ক্যারি ৫০ বলে ১৯ রান করে অপরাজিত আছেন। তৃতীয় দিন শেষে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসের স্কোর ৫৩ ওভারে ১৬১/৪। বাংলাদেশের হয়ে হাসান মাহমুদ ২টি, তাইজুল ইসলাম ও মেহেদী হাসান মিরাজ ১টি করে উইকেট নিয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার সামনে এখন লক্ষ্য প্রথমে ইনিংস পরাজয় এড়ানো। এরপর ম্যাচে ফিরতে হলে আরও বড় লড়াই করতে হবে তাদের। বাংলাদেশের প্রয়োজন বাকি ছয় উইকেট। তিন দিন ধরে ম্যাচে দাপট দেখানো বাংলাদেশ এখন জয়ের পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে স্মরণীয় এক টেস্ট জয়ের সম্ভাবনাও দেখছে।

জয়ের জন্য অস্ট্রেলিয়ার সামনে কঠিন চ্যালেঞ্জ

সংক্ষিপ্ত স্কোর

- অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংস: ১৯৮
- বাংলাদেশ প্রথম ইনিংস: ৪২৬

তানজিদ হাসান তামিম, সেঞ্চুরি; নাজমুল হোসেন শান্ত, অর্ধশতক; মেহেদী হাসান মিরাজ ৬৫, হাসান মাহমুদ ১৪, তাইজুল ইসলাম ১৭, তাসকিন আহমেদ ১৪*, ইবাদত হোসেন ৭। জশ হ্যাজেলউড ৬/৮৯।

- অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংস

৫৩ ওভারে ১৬১/৪
স্টিভেন স্মিথ ৪৪, মার্নাস লাবুশেন ৩১, ক্যামেরন গ্রিন ৪৩*, অ্যালেক্স ক্যারি ১৯*। হাসান মাহমুদ ২/৩৩, তাইজুল ইসলাম ১/২৮, মেহেদী হাসান মিরাজ ১/২০।

জয় হাতছানি দিলেও ফল নিয়ে ভাবছেন না শান্ত

স্পোর্টস ডেস্ক:

ডারউইন টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দারুণ অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। তৃতীয় দিনের খেলা শেষে ৪ উইকেটে ১৬১ রান করেছে স্বাগতিকরা। বাংলাদেশের প্রথম ইনিংসের ২২৮ রানের লিডের কারণে এখনও ৬৭ রানে পিছিয়ে অস্ট্রেলিয়া। হাতে আছে ৬ উইকেট। ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ তাই অনেকটাই বাংলাদেশের হাতে থাকলেও জয় নিয়ে আগাম ভাবতে চান না অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত। তার নজর এখন শুধু প্রতিটি সেশন এবং নিজেদের পরিকল্পনা ঠিকভাবে বাস্তবায়নের দিকে। ডারউইনে প্রথম টেস্ট শুরুর আগে বাংলাদেশের পরিকল্পনা ছিল অন্তত পাঁচ দিন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ক্রিকেট খেলা। কিন্তু তিন দিনেই সেই পরিকল্পনাকে ছাড়িয়ে গেছে দল। প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়াকে ১৯৮ রানে অলআউট করার পর ব্যাট হাতে ২২৮ রানের বড় লিড নেয় বাংলাদেশ। প্রথম দিন অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে বল হাতে দুর্দান্ত ছিলেন হাসান মাহমুদ। তার ৬ উইকেটের ওপর ভর করে স্বাগতিকদের প্রথম ইনিংস দ্রুত গুটিয়ে দেয় বাংলাদেশ। এরপর ব্যাটারদের পারফরম্যান্সে লিড আরও বড় হয়। তৃতীয় দিনের খেলায় বাংলাদেশের বোলাররা আবারও অস্ট্রেলিয়ার ওপর চাপ তৈরি করেন। দ্বিতীয় ইনিংসে ৪ উইকেট তুলে নেওয়ার ফলে ১৬১ রানে থেমে দিন শেষ করতে হয় স্বাগতিকদের। চতুর্থ দিন ৬ উইকেট হাতে নিয়ে ব্যাটিংয়ে নামবে তারা। এমন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের জয় এখন বাস্তব সম্ভাবনা হয়ে উঠলেও শান্ত সতীর্থদের ফলাফল নিয়ে আগেভাগে ভাবতে দিতে চান না। তৃতীয় দিনের খেলা শেষে ফক্স ক্রিকেটকে তিনি বলেন, "ফল নিয়ে ভাবছি না। আমরা সেশন ধরে এগোচ্ছি, ফলাফল নয়, এখন প্রক্রিয়াটাই অনুসরণ করছি।" নিজেদের আগের পরিকল্পনার কথাও তুলে ধরেছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক। তার ভাষায়, "আমাদের পরিকল্পনা ছিল অন্তত পাঁচ দিন ক্রিকেট খেলার চেষ্টা করা। কিন্তু গত তিন দিনে আমরা যেভাবে নিজেদের চরিত্র দেখিয়েছি এবং যেভাবে খেলেছি, সেটা অসাধারণ। পুরো দলকে এভাবে খেলতে দেখে সত্যিই ভালো লাগছে।" বাংলাদেশের এই পারফরম্যান্সে লোয়ার অর্ডার ব্যাটারদের অবদানও আলাদা করে নজর কেড়েছে।

বার্সার খেলোয়াড় কেনায় পিএসজির রেকর্ড!

স্পোর্টস ডেস্ক:

একসময় ছিল দুই ক্লাবের স্বাভাবিক লেনদেন। এখন সেটি একমুখী লেনদেনে পরিণত হয়েছে। গত এক দশকে বার্সেলোনা ও পিএসজির সম্পর্ক বদলে গেছে বেশ নাটকীয়ভাবে। কাতালান ক্লাবের খেলোয়াড়দের জন্য প্যারিসের ক্লাবটি অন্যতম পছন্দের গন্তব্যে পরিণত হয়েছে। বিপরীতে পিএসজির অর্থে সবচেয়ে বেশি লাভবান হওয়া ক্লাবগুলোর একটি হয়ে উঠেছে বার্সেলোনা। ২০১৭ সালের গ্রীষ্মে নেইমারকে ২২২ মিলিয়ন ইউরোর রিলিজ ক্লজ দিয়ে নিয়ে যাওয়ার সেই ঐতিহাসিক ঘটনার পর থেকে শুরু করে সর্বশেষ ১৩ আগস্ট ২০২৬-এ ফেরান তোরেসকে ৫০ মিলিয়ন ইউরোতে নেওয়ার চুক্তি- এই সময়ের মধ্যে বার্সেলোনার খেলোয়াড় কিনতে পিএসজি খরচ করেছে মোট ৩৩৩.৬৫ মিলিয়ন ইউরো। স্পেনের মুন্দো দিপোর্তিভোর হিসাব অনুযায়ী, গত এক দশকে বার্সেলোনার খেলোয়াড়দের পেছনে সবচেয়ে বেশি অর্থ ঢালা ক্লাব নিঃসন্দেহে পিএসজি। অবশ্য দুই ক্লাবের মধ্যে এর আগেও খেলোয়াড় লেনদেন হয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল ২০০৩ সালে প্যারিস থেকে ২৭ মিলিয়ন ইউরোর বিনিময়ে বার্সেলোনায় ব্রাজিলিয়ান জাদুকর রোনালদিনহোর আগমন। কিন্তু আসল টার্নিং পয়েন্ট ছিল নেইমারের দলবদলে। সেই চুক্তিই যেন দুই ক্লাবের লেনদেনের গতিপথ পুরোপুরি উল্টে দিয়েছে। এরপর থেকে যাত্রাটা বেশির ভাগ সময় হয়েছে ন্যু ক্যাম্প থেকে পার্ক দে প্রিন্সেসে। উল্টো পথে আর নয়। নেইমারের দলবদল শুধু বার্সেলোনা-পিএসজি সম্পর্ক-ই নয়, পুরো ফুটবল ট্রান্সফার মার্কেট কাঁপিয়ে দিয়েছিল। ২২২ মিলিয়ন ইউরো দিয়ে ব্রাজিলিয়ান তারকাকে নেওয়ার সেই চুক্তি আজও ফুটবল ইতিহাসের সর্বোচ্চ ট্রান্সফার ফি। বার্সেলোনার ইতিহাসে অবশ্য এমন ঘটনা নতুন নয়। ক্লাবের সবচেয়ে দামি তারকারা অনেক সময়ই তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্য ক্লাবে চলে গেছেন। ১৯৬১ সালে লুইস সুয়ারেজ মিরামোন্তেস গিয়েছিলেন ইন্টার মিলানে। ১৯৮৪ সালে ডিয়েগো ম্যারাডোনা নাপোলিতে, ১৯৯৭ সালে রোনালদো নাজারিও ইন্টারে এবং ২০০০ সালে লুইস ফিগো পাড়ি দিয়েছিলেন রিয়াল মাদ্রিদে।

সস্তা ফ্লাইটে মাদ্রিদে গেলেন রদ্রি

বিমান সংস্থা খোঁচা দিল আর্জেন্টিনাকে

বার্সেলোনার সঙ্গে আলোচনা চলার মধ্যেই রদ্রি মাদ্রিদ থেকে ম্যানচেস্টারে ফিরছেন রায়ানএয়ারের ফ্লাইটে। সামাজিক মাধ্যমে প্রতিক্রিয়াও এসেছে ঢেউয়ের মতো।

স্পোর্টস ডেস্ক:

লিভারপুল বিমানবন্দরের গেটে দাঁড়ানো যাত্রীদের কাতারে হঠাৎই একটা ফিসফাসড় ওই তো, রদ্রি না?' মাথায় ক্যাপ, চোখে সানগ্লাস, হাতে ছোট্ট একটা স্যুটকেসড়তাতে খোদাই করা নাম, স্পেনের পতাকা, আর জার্সি নম্বর। বিশ্বকাপজয়ী স্পেন অধিনায়ক কিনা আজ মাদ্রিদ থেকে লিভারপুলে গেলেন বাজেট এয়ারলাইনস রায়ানএয়ারের সাধারণ ফ্লাইটে! ম্যানচেস্টার সিটির বিশ্বকাপজয়ী মিডফিল্ডার ছুটি কাটিয়ে ক্লাবে ফেরার পথে বেছে নিলেন সেই বিমান সংস্থা, যাদের নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে 'কম খরচ, বেশি ঝামেলার' বদনাম। বিবিসি রেডিও ম্যানচেস্টারের উপস্থাপক এমিলি ব্রবিন সেই ফ্লাইটেই ছিলেনড়রদ্রি কীভাবে তাঁদের রায়ানএয়ার ফ্লাইটে উঠলেন, সেটাই যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না তাঁর। দলবদল খবরের জন্য আলোচিত সাংবাদিক ফাব্রিজিও রোমানোও খবরটা ছবিসহ জানিয়ে লিখেছেন, বার্সেলোনার সঙ্গে আলোচনা চলার মধ্যেই রদ্রি মাদ্রিদ থেকে ম্যানচেস্টারে ফিরছেন রায়ানএয়ারের ফ্লাইটে। সামাজিক মাধ্যমে প্রতিক্রিয়াও এসেছে ঢেউয়ের মতো। কেউ লিখেছেন, এত বড় তারকা প্রাইভেট জেটে না চড়ে সাধারণ ফ্লাইটে চড়াটাই তো আসল 'ক্লাস'। কেউ আবার রসিকতা করে বলেছেন, বার্সেলোনা যেখানে তাঁর জন্য কোটি কোটি ইউরো নিয়ে দরকষাকষি করছে, সেখানে তিনি নিজে বিমানভাড়া বাঁচাচ্ছেনড় এটাই ফুটবলের আসল অর্থনীতি। রায়ানএয়ার এমন এক এয়ারলাইনস, যারা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রসিকতার জন্য রীতিমতো কুখ্যাত। যাত্রীদের অভিযোগের জবাবেও তারা মজা করতে ছাড়ে না। সেলেনা গোমেজ থেকে শুরু করে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ পর্যন্ত, কাউকেই ছাড় দেয়নি তারা। রদ্রির ছবি নিজেদের এক্স অ্যাকাউন্টে শেয়ার করে বিমান সংস্থাটি লিখেছে, 'আমরা শুধু চ্যাম্পিয়নদের বহন করি।' সেই পোস্টেই আবার ট্যাগ করেছে আর্জেন্টিনার ফুটবল দলের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলকে। খোঁচাটা বুঝতে পারছেন নিশ্চয়!